নির্বাচন কমিশনের ‘মুলা-বেগুন মার্কা’ রুচিহীন সিদ্ধান্তের প্রতিফলন: সারজিস



সংগৃহীত ছবি

নির্বাচন কমিশনের প্রতীকের তালিকায় ‘মুলা’ ও ‘বেগুন’ যুক্ত হওয়াকে হাস্যকর ও রুচিহীন সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেন, এটি কমিশনের রুচিবোধ ও পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিফলন।

নির্বাচন কমিশনের প্রতীকের তালিকায় ‘মুলা’ ও ‘বেগুন’ অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)র উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তার মতে, এমন প্রতীক জনগণের কাছে হাসির খোরাক হলেও এটি কমিশনের রুচিহীনতা ও দায়িত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ।

রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেলে পঞ্চগড়ের শের-ই-বাংলা পার্কে বিভিন্ন এলাকার মসজিদ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, “নির্বাচন কমিশন যদি মানুষের হাসির প্রতীক অনুমোদন করে, তবে তা তাদের রুচিবোধ নিয়েই প্রশ্ন তোলে। আমরা আশা করছি, কমিশন এ সিদ্ধান্ত সংশোধন করবে। আইনগত বাধা না থাকলেও আমরা শাপলা প্রতীককেই প্রাধান্য দিচ্ছি—সাদা বা লাল শাপলা, দুটিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। প্রয়োজনে শাপলার সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো প্রতীক যুক্ত হলেও তাতে আমাদের আপত্তি নেই।”

তিনি আরও বলেন, “কমিশন এখন স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছে, যেন তারা কোনো গোষ্ঠীর প্রভাবে কাজ করছে। এটি গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। আমরা এই অন্যায়ের রাজনৈতিক মোকাবিলা করব এবং আগামীর নির্বাচনে শাপলা প্রতীক নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।”

এ সময় সারজিস আলম জানান, পঞ্চগড়ের পাঁচটি উপজেলার ১২০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য এনসিপির পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দ আনা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে গণঅভ্যুত্থানসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত ও আহতদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।